আজকাল
কলকাতা ১১ ফাল্গুন ১৪১৫ সোমবার ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

বিজ্ঞাপন
আজকালের বই
বইঘর

ল: উন্নয়নে সঙ্কীর্ণ রাজনীতি নয় ।। জয় হো! দেশের চোখ অন্ধারে ।। ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো ছুটবে ২০১৪ সালে--কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ উদ্যোগ অ

বাংলা

তৃণমূল বলল, উনি সি পি এমের মুখপাত্র।

বেসু: কেন্দ্রের চিঠিকে রাজ্যের নথনার অজুহাত হিসেবে দেখছেন বেসু কর্তৃপক্ষ

স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের ৭ দিনে ঋণ না দিলে আমানত তুলবে সরকার

সরকার আবাসন শিল্প হাতে রেখে নজির গড়েছে: পুরমন্ত্রী

সি পি এম পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতে আগুন মৃত শিশুকন্যা, গুরুতর আহত স্ত্রী

ঝোপে যুবকের দেহ শত্রুতার জেরে খুন?

আদিবাসীদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা, করা হয়েছে স্বনির্ভর গোষ্ঠী

বিষ্ণুপুর উপনির্বাচন নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ শুধু বুথে নয়, এলাকার দায়িত্বেও থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী

ডোমকলে জল প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন আনিসুর

মাছ চাষের ক্ষতি কমতে অভিনব বাঁধ

সাংসদের কাছে কৃতজ্ঞতা পি সি সরকারের

বেসু: কেন্দ্রের চিঠিকে রাজ্যের নথনার অজুহাত হিসেবে দেখছেন বেসু কর্তৃপক্ষ

আবার চিঠি দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন: আশঙ্কা একটা ছিলই। কার্যক্ষেত্রে সত্যি হল সেটাই। দফায় দফায় ছাত্র সঙ্ঘর্ষ আর শৃঙ্খলাভঙ্গের মাশুল দিল বেসু। আপাতত স্থগিত হয়ে গেল বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটির ভেসু জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নীত হওয়ার বিষয়টি। আচার্য রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধীকে চিঠি দিয়ে বিষয়টি জানিয়েছেন মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী অর্জুন সিং। এই ঘটনায় হতভম্ব বেসু কর্তৃপক্ষ বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে দেখার অনুরোধ জানিয়েছেন। দু-একদিনের মধ্যেই অর্জুন সিংকে চিঠি দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী সুদর্শন রায়চৌধুরি জানিয়েছেন, এই চিঠি পাওয়ার পর বেসুর উপাচার্য মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী আবার একটি চিঠি দেবেন। চিঠিতে মানবসম্পদ উন্নয়নের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে বারবার ক্যাম্পাসে ছাত্র সঙ্ঘর্ষ এবং র‌্যাগিংয়ের ঘটনা ঘটছে। বেসুর প্রশাসন অদক্ষ। চিঠির সঙ্গে একটি ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত সম্পাদকীয়র কাটিংও পাঠানো হয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের বক্তব্য, অধিগ্রহণের আগে অবস্থার পরিবর্তন দরকার। কাগজে প্রকাশিত রিপোর্টের ভিত্তিতে কী করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বেসুর শিক্ষক এবং ছাত্রদের একাংশ, যেখানে ঘটনাগুলি সম্পর্কে আগেই মন্ত্রককে জানানো হয়েছিল। তাঁদের বক্তব্য, কেন্দ্রের রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে যাওয়ায় অজুহাত খাড়া করে এটা রাজ্যকে বঞ্চনাই করা হয়েছে। তাঁদের প্রশ্ন, কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি ছাত্র সঙ্ঘর্ষ হয় তা হলে কি সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তকমা কেড়ে নেওয়া হবে? এটা সত্যি যে এন বি এ-র দল আসার সময় তো বটেই ২০০৫-২০০৮ অসংখ্যবার ছাত্র সঙ্ঘর্ষে উত্তাল হয়েছে বেসু। পুলিস এবং র‌্যাফও নামাতে হয়েছে। শিক্ষকদের একাংশ জড়িয়ে পড়েছেন ছাত্রদের এই ঝামেলায়। কিন্তু তার প্রভাব শিক্ষার মান বা পঠন-পাঠনে পড়েনি। তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠেওনি। শিক্ষার মানের ওপর দাঁড়িয়েই ২০০৬-এ আনন্দকৃষ্ণন কমিটি যে পাঁচটি উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আই আই ই এস টি-তে উন্নীত করার প্রস্তাব দেয় তার মধ্যে বেসু ছিল প্রথমে। বেসুর সমাবর্তনে এসেও আনন্দকৃষ্ণন বেসুর আই আই ই এস টি পাওয়ার বিষয়ে সওয়াল করেন। বেসুর অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াও শুরু হয়। এই বছরই যাতে আই আই ই এস টি-তে উন্নীত হয় বেসু তার জন্য অর্জুন সিংকে চিঠিও লেখেন মুখ্যমন্ত্রী। একাধিকবার দিল্লি যান, চিঠি লেখেন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী, বেসুর উপাচার্য। সাম্প্রতিক গন্ডগোলের রিপোর্টও পাঠানো হয়েছে মন্ত্রকে। তৈরি করা হয়েছে নতুন আচরণ বিধি। তাই এত কিছুর পর কেন্দ্রের এই চিঠিকে রাজ্যকে বঞ্চনা করার অজুহাত হিসেবেই দেখছে বেসু এবং অভিজ্ঞমহল।